অধিকারের শ্রেণিবিভাজন বিষয়টি বোঝার জন্য "অধিকার" তত্ত্বটিকে তিনটি "প্রজন্ম" (Generations)-এ বিভক্ত করা হয়। উল্লেখযোগ্য বিষয় যে যদিও "প্রজন্ম" কথাটির প্রয়োগ এখানে হচ্ছে ; তা হলেও এখানে প্রতিটি প্রজন্মের অধিকারগুলি সমকালীন অবস্থাকে বোঝানো হয়। অর্থাৎ একটি প্রজন্মের অধিকার পরবর্তী প্রজন্মের কারণে লোপ পায় না, বরং সমস্ত প্রজন্মের অধিকারই একত্রিত হয়ে প্রযোজ্য হয়।

মানবাধিকারের তিন প্রজন্ম
Three Generations of Human Rights

সুতরাং অধিকার ধারণাটির সহজবোধ্যতার জন্য, অধিকারগুলিকে তিনভাগে বিভক্ত করা হয় এবং এভাবে বিভাজিত অধিকার বর্গগুলিকে অধিকারের প্রজন্ম বলে গণ্য করা হয়। উপরে বর্ণিত লেখচিত্রের মাধ্যমে এই ভাগটি সহজবোধ্য হবে—

মানবাধিকারের প্রথম প্রজন্ম (Ist Generation of Human Rights)

অধিকারের প্রথম প্রজন্ম অর্থাৎ এরূপ সমস্ত অধিকার যেগুলি আইন কর্তৃক স্বীকৃত ও সমর্থিত হয়ে প্রত্যেকটি মানুষকে এক সুষ্ঠু ও শৃঙ্খলাবদ্ধ পৌর ও রাজনৈতিক জীবন নির্বাহে সহায়তা করে। এই সমস্ত পৌর ও রাজনৈতিক অধিকার সমূহের বর্ণনা নিম্নে করা হল ঃ

Scanned with CamScanner

পৌর অধিকারসমূহ (Civil Rights)

Civil Rights বা পৌর অধিকার বলতে সেই সমস্ত সুযোগ সুবিধাগুলিকে বোঝানো হয় যেগুলি ছাড়া মানুষ সভ্য ও সামাজিক জীবনযাপন করতে পারে না। পৌর অধিকারসমূহ হল সেই সমস্ত সুযোগ যেগুলির অবর্তমানে ব্যক্তিসত্তার পরিপূর্ণ বিকাশ ব্যাহত হয়। গণতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থার অপরিহার্য অঙ্গ বলতে পৌর অধিকারকে বোঝানো হয়। পৌর অধিকারসমূহের মধ্যে যে অধিকারগুলি অন্যতম সেগুলি হল—

- জীবনের অধিকার অর্থাৎ বেঁচে থাকার অধিকার (Right to life)
- স্বাধীনতার অধিকার (Right to liberty)
- নিরাপত্তার অধিকার (Right to security)
- যোগাযোগের অধিকার (Right to communication)
- সম্পত্তির অধিকার (Right to property)
- চিন্তা ও মত প্রকাশের স্বাধীনতা (Right to freedom of thought and expression)
- বিবেকের স্বাধীনতা (Freedom of conscience)
- দাসত্ব ও শোষণের বিরুদ্ধে অধিকার (Right to freedom from slavery and exploitation)
- নিষ্ঠুর ও অমানবিক আচরণ অথবা মর্যাদা হানিকর ব্যবহার ও শাস্তির বিরুদ্ধে অধিকার (Right to freedom from cruel, inhuman, degrading treatment or punishment)
- স্বাধীনভাবে ধর্মাচরণ ও ধর্মপ্রচারের অধিকার (Right to freedom of practise and propagation of religion)
- ব্যক্তিগত গোপনীয়তার অধিকার (Right to privacy)
- স্বাধীনভাবে যাতায়াতের অধিকার (Right to freedom of movement)
- বিধিবহির্ভূতভাবে কাউকে গ্রেপ্তারি, নজরবন্দি, বা নির্বাসন থেকে সুরক্ষা (Right to freedom from arbitrary arrest, detention and exile)।

রাজনৈতিক অধিকারসমূহ (Political Rights)

গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রীয় কাঠামোতে রাজনৈতিক কর্তৃত্বের উৎস হল নাগরিকদের অংশগ্রহণ। রাজনৈতিক অধিকার বলতে রাষ্ট্রীয় কার্যে প্রত্যক্ষভাবে বা পরোক্ষভাবে

Scanned with CamScanner

অংশগ্রহণ করাকে বোঝায়। নাগরিকদের রাজনৈতিক অধিকারের স্বীকৃতি ছাড়া এক সুষ্ঠু রাষ্ট্র গঠন করা অসম্ভব কারণ জনগণই হল গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের সার্বভৌমত্বের উৎস। রাজনৈতিক অধিকারগুলির মধ্যে বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ হল—

—নিজ দেশের শাসন ব্যবস্থায় স্বাধীনভাবে নির্বাচিত প্রতিনিধির মাধ্যমে অংশগ্রহণের অধিকার অর্থাৎ ভোট দানের অধিকার (Right to participate in the administration of one's nation through freely elected representatives or the right to cast one's vote)

—সরাসরি নির্বাচিত হওয়ার অধিকার (Right to be elected)

—নিজ দেশে সরকারি চাকরি পাওয়ার ক্ষেত্রে প্রত্যেক ব্যক্তির সমান সুযোগের অধিকার (Equal opportunity for every person in the matter of holding public office in one's country)

—স্বাধীনভাবে রাজনৈতিক মতামত প্রকাশের অধিকার (Right to freely hold political opinion)

—স্বাধীন ও নিরপেক্ষ আদালতে ন্যায়সঙ্গত বিচারের সুযোগ পাওয়ার অধিকার (Right to fair trial through an independent and impartial court for obtaining justice)

—স্বাধীন ও শান্তিপূর্ণভাবে সমবেত হওয়া ও সংগঠন গড়ার অধিকার (Right to freedom of peaceful association and assembly)।

মানবাধিকারের দ্বিতীয় প্রজন্ম (IInd Generaton of Human Rights)

মানবাধিকারের দ্বিতীয় প্রজন্মের মধ্যে গণ্য হয় অর্থনৈতিক অধিকার (Economic Rights), সামাজিক অধিকার (Social Rights) ও সাংস্কৃতিক অধিকার (Cultural Rights)।

অর্থনৈতিক অধিকারসমূহ (Economic Rights)

গণতান্ত্রিক জীবনযাপনে বলাই বাহুল্য যে অভাব অনটন ও অনিশ্চয়তার অবস্থায় মানুষ তার সার্বিক উন্নয়নের পথে অগ্রসর হতে পারে না অর্থাৎ যে সমস্ত সুযোগ সুবিধার মাধ্যমে মানুষের জীবন সুখ স্বাচ্ছন্দ্যপূর্ণ ও নিরাপদ হয়ে ওঠে, সেগুলিকে অর্থনৈতিক অধিকার বলে গণ্য করা হয়। যে সমাজে অর্থনৈতিক

Scanned with CamScanner

অধিকার প্রতিষ্ঠা পায় না, সেই সমাজে ব্যক্তি তার ব্যক্তিসত্তার পরিপূর্ণ বিকাশ সাধনে সক্ষম হতে পারেন না। অর্থনৈতিক অধিকারসমূহের মধ্যে প্রধান অধিকারগুলি নিম্নে বর্ণিত হল—

—কাজের অধিকার (Right to work)

—স্বেচ্ছায় কর্মক্ষেত্র নির্বাচন করার অধিকার (Right to free choice of employment)

—কাজের ক্ষেত্রে ন্যায্য ও সুষ্ঠু পরিবেশের অধিকার (Right to just and favourable conditions of work)

—সমান কাজের জন্য সমান এবং উপযুক্ত পারিশ্রমিকের অধিকার (Right to equal and adequate pay for equal work)

—স্বাধীনভাবে কোনো শ্রমিক সংগঠন করা এবং স্বেচ্ছায় এরূপ সংঘে অংশগ্রহণের করার অধিকার (Right to form and join trade unions)

—পর্যাপ্ত খাদ্য, বস্ত্র ও বাসস্থানের অধিকার অর্থাৎ জীবনযাত্রার উপযুক্ত মানের অধিকার (Right to adequate food, clothing and shelter, in other words, right to an adequate standard of living)।

সামাজিক অধিকারসমূহ (Social Rights)

কতকগুলি সামাজিক সুযোগ সুবিধার অভাবে মানুষের জীবন তার সার্থকতা ও পরিপূর্ণতা থেকে বঞ্চিত থেকে যায়। এই সমস্ত সুযোগ সুবিধাগুলি সামাজিক স্বাধীনতা বা সামাজিক অধিকারসমূহ হিসেবে পরিগণিত হয়। সুতরাং যে সমস্ত অবস্থাগুলি নাগরিকদের সমাজের অঙ্গ হিসাবে অংশগ্রহণ করতে ও নিজ ব্যক্তিসত্তা স্থাপন করতে আবশ্যিক ভূমিকা পালন করে সেগুলিকে সামাজিক অধিকার বলে গণ্য করা হয়। সামাজিক অধিকারসমূহের মধ্যে অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ অধিকারগুলি নিম্নে উল্লেখিত করা হল—

—শিক্ষালাভের অধিকার (Right to education)

—স্বাস্থ্য লাভের অধিকার (Right to health)

—বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হওয়ার অধিকার (Right to marriage)

—পরিবার গঠন করার অধিকার (Right to found a family)

—প্রত্যেক পরিবারের রাষ্ট্রদ্বারা সংরক্ষিত হওয়ার অধিকার (Right to protection of the family by the state)

Scanned with CamScanner

— বেকারত্ব, বৈধব্য, বৃদ্ধাবস্থা, অসুস্থতা এবং বিকলাঙ্গতার ক্ষেত্রে সামাজিক সুরক্ষা ও সাহায্য পাওয়ার অধিকার (Right to social security in the case of unemployment, widowhood, old age, sickness and disability)।

সাংস্কৃতিক অধিকারসমূহ (Cultural Rights)

সাংস্কৃতিক অধিকার বলতে সেই সমস্ত অধিকারগুলিকে বোঝায় যেগুলি মানুষের স্বভাবের মধ্যে অন্তর্নিহিত অর্থাৎ এমন সকল অধিকার যেগুলি মানুষের সাংস্কৃতিক পরিচয়ের মধ্যে লক্ষ করা যায় এবং প্রতিটি ব্যক্তিকে তার সম্প্রদায় ও সমাজের সামগ্রিক কার্যকলাপে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে অংশগ্রহণ করতে উদ্দীপনা জোগায় বা সাহায্য করে, সেগুলিকে সাংস্কৃতিক অধিকার বলে গণ্য করা হয়। সাংস্কৃতিক অধিকারগুলির মধ্যে বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ হল ঃ

—সম্প্রদায়ের সাংস্কৃতিক জীবনে স্বেচ্ছায় অংশগ্রহণ করার অধিকার (Right to freely participate in the cultural life of the community)

—শিল্পকলায় অংশগ্রহণ করার অধিকার (Right to enjoyment of arts and culture)

—বিজ্ঞানের অগ্রগতি এবং তার থেকে উদ্ভূত সুযোগ সুবিধা ভোগ করার অধিকার (Right to share in the scientific advancement and its benefits)

—সংখ্যালঘুদের নিজ সাংস্কৃতিক পরিচিতি সংরক্ষণের অধিকার (Right of minorities to preserve their cultural identity)।

মানবাধিকারের তৃতীয় প্রজন্ম (IIIrd Generation of Human Rights)

নাগরিকদের জীবন সুন্দর ও সার্থক করে তোলার জন্য কতকগুলি সমষ্টিগত অবস্থা বা সুযোগ সুবিধা নিতান্তই প্রয়োজন। ব্যক্তিসত্তার পরিপূর্ণ বিকাশের জন্য প্রয়োজন সামগ্রিক সামর্থ্য ও চেতনার। যে সমস্ত মানবাধিকার প্রতিটি ব্যক্তি সামাজিক প্রাণী হিসাবে সমষ্টিগতভাবে উপভোগ করেন সেগুলিকে সমষ্টিগত অধিকার (Group Rights or Collective Rights) বলে গণ্য করা হয়। নিম্নলিখিত সমষ্টিগত অধিকারগুলি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য ঃ

—শান্তির অধিকার (Right to peace)

Scanned with CamScanner

—আত্ম-নির্ধারণের অধিকার (Right to self-determination)

—প্রাকৃতিক সম্পদ ভাগ করে নেওয়ার ক্ষেত্রে সমান সুযোগ ও অংশগ্রহণের অধিকার (Right to equal opportunity and participation in the sharing of environmental resources) ও

—স্থিতিশীল উন্নয়নের অধিকার (Right to sustainable development)।

পরিশেষে উপরোক্ত মূল্যায়নের এটি সহজেই সিদ্ধান্ত করা যায় যে মানব সত্তার প্রয়োজনে সার্বিক উন্নয়নের সমস্ত মানবাধিকার প্রযোজ্য। এই ক্ষেত্রে মানবাধিকারের বিভিন্ন 'প্রজন্মে' বিভাজন বস্তুত, সমস্ত অধিকার মানুষের আত্ম-উপলব্ধির জন্য অপরিহার্য। এই ক্ষেত্রে রাষ্ট্র, ধর্ম, বর্ণ, জাতি, স্ত্রী-পুরুষ প্রভৃতি বিষয় কোনোরকম বৈষম্য বাঞ্ছনীয় নয়। মানুষের সুস্থ ও সুন্দর সামাজিক জীবন ও সুষ্ঠু পরিমণ্ডলে মানুষ যাতে স্বাভাবিকভাবে সমস্ত অধিকার ভোগ করতে পারে তা নিশ্চিত করা প্রত্যেক রাষ্ট্রের অবশ্যিক ও সহজাত কর্তব্য। এটি হল প্রত্যেক রাষ্ট্রের সহজাত কর্তব্য।

Scanned with CamScanner